DEC 21 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ......

# সংশোধিত আট পাঠ্যবই নিয়ে আবারও ঘাপলা ॥ ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে কাগজ উত্তোলন

শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রাথমিক স্তরের সংশোধিত আটটি বই নিয়ে আবারও ঘাপলা সৃষ্টির চেষ্টা ধরা পড়েছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশে কমপক্ষে ১৭টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়ে কাগজ উত্তোলন শুরুর পর তা জানাজানি হয়ে গেছে। বুধবার এনসিটিবি'র বোর্ড সভায় চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা এবং বাকিগুলোকে শোকজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় এই ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে সক্রিয় নতুন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান সময়মতো বই দেবার অঙ্গীকার করে কাজ নিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সরকার এই আটটি বই নিয়ে বিপাকে পড়বে বলে কয়েকজন প্রকাশক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

জানা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তড়িঘড়ি করে প্রাথমিক স্তরের আটটি বই সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিক্লাসের বাংলা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বই। সংশোধিত এসব বই রিইউজ হবার কোন সুযোগ নেই। আটটি বিষয়ে মোট এক কোটি ৩১ লাখ বই ছাপার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়েছে। এসব বই ৭৫ ভাগে ভাগ করে ৭৫টি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেয়া হয় ব্যাংক গ্যারান্টি। কিন্তু ১৭টি প্রতিষ্ঠান ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে কাগজ উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। ইতোমধ্যে হাসান প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাগজ উত্তোলন করেছে। এছাড়া বিএম প্রিন্টিং প্রেস, ইনডিপেনডেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস ও মিতালী কর্পোরেশনস কাগজ তোলার চুক্তিও করে ফেলেছে। এই চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগে মতিঝিল থানায় মামলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

**১৭ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত**

জানা যায়, অভিযুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক গ্যারান্টিগুলো সম্পূর্ণ ভুয়া। জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে কাগজ উত্তোলনের পর খোলা বাজারে তা বিক্রি করা অথবা সংশোধিত আটটি বই নিয়ে স্যাবোটাজ করার জন্য এ ধরনের কাজ করা হয়েছে বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ধারণা করছে। আরেকটি আশঙ্কা হচ্ছে নতুন মোড়ক গত বছরের পুরনো বই গছিয়ে দেবার জন্য এই জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হতে পারে। বোর্ডের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বৈধ ব্যাংক গ্যারান্টি না থাকলে বই প্রকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকের কোন দায়দায়িত্ব থাকে না। সে সহজেই যে কোন ধরনের জালিয়াতি করে পার পেয়ে যেতে পারে। এদিকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশ ছাড়া এতবড় জালিয়াতি করা সম্ভব নয় বলে কয়েকজন বৈধ প্রকাশক অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া গ্যারান্টি জমা হবার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে কনফার্ম করেই তা রিসিভ করার কথা। কিন্তু কনফার্ম করা হলো জালিয়াতির চূড়ান্ত পর্যায়ে কাগজ উত্তোলনের পর। এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ জালিয়াতির বিষয়টি অবগত হবার পর সোনালী ব্যাংক উর্দু রোড শাখায় ১৭ টি ব্যাংক গ্যারান্টি কনফার্ম করেছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে দেয়া চিঠির জবাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই শাখা থেকে কোন ধরনের গ্যারান্টি কখনই ইস্যু করা হয়নি। এদিকে যে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়া হয় সেগুলো হচ্ছে ১.হাসান প্রেস, বাংলাবাজার ২. মুসা এন্ড সন্স প্রিন্টার্স, হরনাথ ঘোষ রোড ৩. সুবর্ণা পিন্টিং প্রেস ৪. মিনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, আর কে মিশন রোড ৫. শিরিন প্রেস, আরামবাগ ৬. ফেমাস প্রিন্টিং, পিকে রায় লেন ৭. সিটি প্রেস, নন্দলাল দত্ত লেন ৮. প্রিয়ংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস, নয়াপল্টন ৯. বিএস প্রিন্টিং, আরকে মিশন রোড ১০. কিং প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস ১১. ইনডিপেনডেন্ট প্রেস, রজনী চৌধুরী রোড ১২. শম্পা অফসেট, কাজী জিয়াউদ্দিন রোড ১৩. বনফুল আর্ট প্রেস, পাঁচ ভাই ঘাট লেন ১৪.রাজ প্রিন্টার্স, টিপু সুলতান রোড ১৫. দি গুডলাক প্রিন্টার্স, নয়াপল্টন ১৬. নিউ সোসাইটি প্রেস, জিন্দাবাহার এবং ১৭. মিতালী কর্পোরেশন, নিউ ইস্কাটন রোড। এসব অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শম্পা অফসেট, দি গুডলাক, নিউ সোসাইটি, প্রিয়ংকা ও মিনা প্রিন্টিং কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে তারা জানে না তাদের পক্ষে কে বা কারা ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়েছে। বোর্ড এই বক্তব্য খতিয়ে দেখছে।

তবে নিশ্চিত ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়া চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন বোর্ডের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা।